সিডনী ঘুরে গেলেন আক্কু চৌধুরী

স্বাধীনতার পক্ষ আর বিপক্ষ নিয়ে আমাদের বিতর্কের শেষ নেই। এই বিতর্ক আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে বড় অংশ। কিন্তু এমন মানুষও আছেন যারা আপ্রান চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের গর্বের মুক্তিযুদ্ধ রাজনীতির উর্ধ্বে থাকে। আক্কু চৌধুরী তাদের একজন।

আক্কু চৌধুরী

সম্প্রতি ব্যাবসায়িক কাজে সিডনী ঘুরে গেলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব আক্কু চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় স্মৃতিকে ধরে রাখার ব্রত নিয়ে ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকার সেগুন বাগিচায় একটা ভাড়া করা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই যাদুঘর।

পিয়া, হাসি, সালেকিন, বাপ্পি, অমিয়া (চম্পা আর সুচি ছবিতে নেই কিন্তু গানে ছিলো)

তার সিডনী আগমন উপলক্ষে শিল্পী সিরাজুস সালেকিন তার বাসভবনে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন গত ৪ঠা মার্চ। সেখানে গান হলো, দুপুরের খাবার হলো আর হলো আক্কু চৌধুরীর নানা অভিজ্ঞতার গল্প শোনা। উপস্থিত অতিথিদের নানা প্রশ্নের জবাবে আক্কু চৌধুরী বাংলাদেশের দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বি এন পি উভয়েরই সমালোচনা করে বলেন, আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানের আবদানকে স্বীকার করে না, একই

ভাবে বি এন পি বঙ্গবন্ধু নাম মুখে আনে না। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবার অবদানই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতেই হবে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর পরিচালনায় আওয়ামী লীগ এবং বি এন পি উভয় সরকারের কাছথেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি সব প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বেড়াতে গেলে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি আরো বলেন যে কোনো বাংলাদেশী এক হাজার ডলার চাঁদা দিয়ে হতে পারেন মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের আজীবন সদস্য।

ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ যে বিষয়ই হোক না কেন, একপেশে মানুষের কথা বেশীক্ষণ শুনতে ভালোলাগেনা। আক্কু চৌধুরীর কথা শুনেছি মন্ত্রমুগ্ধের মত। অনেক দিন পরে আবার মনে পড়ে গেল একাত্তরের সেই আগুন ঝরা দিনগুলির কথা - আনিসুর রহমান

ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একাংশ